দৈনিক বাংলা

42

তারিখ ...2·4 AUG. 1997 ... ..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩ ......

চার লাখ ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে

সবার জন্য শিক্ষা ঃ চার হাজার স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপিত হবে

আতাউর রহমান ঃ সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও বিদ্যালয়-বিমুখ ছাত্রদের জন্য সারাদেশে ৪ হাজার স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন করবে। এই কর্মসূচীর অধীনে ৮ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং ৪ লাখ ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে।

বর্তমানে সারাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় এক লাখ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার।

অর্থনৈতিক টানাপড়েন ও বিভিন্ন কারণে যেসব ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শিখতে পারেনা এবং বিদ্যালয় বিমুখ হয়ে পড়ে তাদের শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার লক্ষ্যে ৪ হাজার স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী জানুয়ারী মাস থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে দেড় হাজার স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হবে।

ইতিমধ্যে এক হাজার স্কুল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর নাগাদ বাকী ৫ শত বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে জানুয়ারী থেকে ক্লাস শুরু করা হবে। আগামী ১৯৯১ সালের জানুয়ারী নাগাদ ২৫০০ স্যাটেলাইট বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে পুরো দমে ক্লাস নেয়া শুরু হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেড় হাজার স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে দেড় লাখ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। এরমধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ থাকবে ছাত্রী। এই হিসাবে ৭৫ হাজার ছাত্রী স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেড় হাজার বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের জন্য ২ জন করে শিক্ষক থাকবেন। চলতি বছরের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩ হাজার নতুন শিক্ষকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে ৩৬ হাজার ১৬৫টি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরিও সরকারীকরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু

সরকারের আমলে ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। একই সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত মহিলাদের বিনা বেতনে শিক্ষার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।